সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

মেরাজের রাতে জান্নাতে রহমতে ইলাহীর পরিদর্শণ

(Bangla)

মেরাজের রাতে জান্নাতে রহমতে ইলাহীর পরিদর্শণ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি হাজত পূরণ করবেন। তন্মধ্যে ৩০টি দুনিয়ার আর ৭০টি আখিরাতের।"

(শুয়াবুল ঈমান, কিতাবুল আযকার, বাবু ফিস সালাতু আলাইহি, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস- ২২২৯)

তোমহারা নাম মুছীবত মে জব লিয়া হো গা,
হামারা বিগড়া হোয়া কাম বন গেয়া হো গা। (যওকে না, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❈ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❈ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❈ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব।

www.dawateislami.net

❈ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❈ تُوبُوۡا اِلَی اللّٰہ, اُذۡکُرُ اللّٰہ, صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❈ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❈ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❈ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❈ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ❈ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوۡا عَنِّیۡ وَلَوۡ اٰیَۃً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❈ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❈ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❈ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❈ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❈ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জামেউল মুজিযাত তথা মুজিযার সমষ্টি করে পাঠিয়েছেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য মুজিযা থেকে এক মহান মুজিযা হলো মেরাজ। মেরাজের রাতে যখন **সরওয়ারে কায়েনাত, তাজেদারে রিসালাত, শাহে মওজুদাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জান্নাত পরিভ্রমন করানো হলো তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** অসংখ্য নেয়ামত প্রত্যক্ষ করেন। আজ আমরা ঐ সব **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামতের ব্যাপারে শুনে ঐ নেয়ামত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো আমলের নিয়্যত করবো। যেমন-

তিনটি নদী

মেরাজের রাতে **তাজেদারে রিসালাত, শাহান শাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতবাসীদের উপর **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার যে দৃশ্য অবলোকন করেছেন, সেগুলোর মধ্যে এটাও ছিলো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতের দরজার নিকটে চেয়ারে বসা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুল চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো ছিলো। আর তার পাশে কিছু সাদা চেহারা বিশিষ্ট ও কিছু কালো চেহারা বিশিষ্ট লোক ছিলো। তার পর ঐ সব লোক যাদের রং কালো ছিলো তারা একটি নদীতে আসলো এবং তাতে গোসল করলো, তখন তাদের রং পরিস্কার হয়ে গেলো। এর পর তারা আরেকটি নদীতে আসলো এবং গোসল করলো, তখন তাদের রং আরো অধিক পরিস্কার হয়ে গেলো। এর পর তারা তৃতীয় নদীতে গোসল করলো, তখন তাদের রং অন্যান্য সঙ্গীদের মতো একেবারে সাদা হয়ে গেলো। এজন্য তারা তাদের সঙ্গীদের সাথে বসে গেলো। **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এর কারা, যাদের চেহারা সাদা? আর ওরা কারা, যাদের রঙ্গে কিছুটা ত্রুটি ছিলো, অতঃপর তারা ঐ নদীতে গোসল করে বের হওয়াতে তাদের রং পরিস্কার হয়ে গেলো? আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই জান্নাতের দরজার পাশে চেয়ারে বসে থাকা ব্যক্তিটি হলো আপনার পিতা হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام। তিনি পৃথিবীতে প্রথম ব্যক্তি যিনি চিরুনী ব্যবহার করেছেন।

আর এই সাদা চেহারা বিশিষ্ট লোকগুলো হলো তারাই যারা তাদের ঈমানের মধ্যে কোন না-হক মিশ্রিত করেননি। আর যাদের রঙে কিছুটা ত্রুটি ছিলো তারা ঐ লোক, যারা ভাল আমলের পাশাপাশি কিছু মন্দ আমলও করেছিলো। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করলো, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের তাওবা কবুল করেন। আর (যে নদী সমূহে তারা গোসল করেছিলো সেগুলোর মধ্য থেকে) প্রথম নদী **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত এবং দ্বিতীয় নদী **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামত আর তৃতীয় নদী শরাবে তহুর তথা পবিত্র পানীয়, যেগুলোর মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের সিক্ত করেন। (দালায়েলুন নবুয়ত, বাবুদ দলীল, আলা আন্ নবী আরাজা বিহি, ২/৪০১)

বাচা জু তালয়ু কা উনকে দাহোয়ান বানা ওহ জান্নাত কা রং ও রওগন,
জিনহোনে দুলহা কি পায়ি উতরন ওহ ফুল গুলজারে নূর কে থে।
ওহ বুরজে বতহা কা মাহ পারা বেহেস্ত কি ছেয়ের কো ছিধারা,
চমক পে থা খুলদ কা ছিতারা কে উছ কমর কি কদম গেয়ে থে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩১-২৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সত্যিকার তাওবা অনেক বড় নেয়ামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ঐ লোক যাদের চেহারার রং কালো হয়ে গিয়েছিলো, **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের নদীতে ডুব দেওয়াতে তাদের চেহারার কালো (কালিমা) দূর হয়ে গেলো। অতঃপর যখন **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামতের নদীতে ডুব দিলো তখন তাদের রং আরো পরিস্কার হয়ে গেলো এবং যখন শরাবে তহুর তথা পবিত্র পানীয় পান করলো তখন তাদের চেহারা একেবারে সাদা হয়ে গেলো। স্মরণ রাখবেন! যে তাদের গুনাহের কালিমা থেকে তারা এই কারণেই মুক্তি পেলো যে, তারা দুনিয়ার মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সত্যিকার তাওবা করেছিলো, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের তাওবা কবুল করে তাদের চেহারা নূরানী করে দিলেন। প্রকৃত পক্ষে সত্যিকার তাওবা না শুধু মানুষের গুনাহের দাগ দূর করে বরং সফলতা ও কল্যাণ আলিঙ্গন করে। **আল্লাহ্ তাআলা** কুরআনুল করীমের মধ্যে ইরশাদ করেন:

وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাওবা করো, হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই এই আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে। (পারা- ১৮, সূরা- নূর, আয়াত- ৩১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার দয়া অনেক প্রশস্থ, গুনাহগারদেরকে সব সময় তাঁর দয়ার ছায়ায় নিতে প্রস্তুত। বান্দা যত বড়ই গুনাহগার হোক না কেন তাকে তাওবার ক্ষেত্রে দেরী করা উচিৎ নয়। সত্যিকার তাওবা এমন এক বড় নেয়ামত যেটা কুফর শিরিকের মতো বড় গুনাহ পর্যন্ত ধুয়ে ফেলে। আমাদের কখনোই **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া উচিৎ। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার কোন শেষ নেই। তিনি তাঁর বান্দার আসমান ও জমিন সম পরিমাণ গুনাহও ক্ষমা করে দেন। যেমনিভাবে ইরশাদ করেন:

وَ هُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ یَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ وَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তিনিই হন, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপ সমূহ মার্জনা করেন এবং জানেন যা কিছু তোমরা করো। (পারা- ২৫, সূরা- শূরা, আয়াত- ২৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করীমা থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া বান্দার উপর সব সময় অঝোর ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। এজন্য বান্দার উচিৎ যে, যদি মানবীয় কারণে কোন গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায় তবে তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে তাঁর দরবারে তাওবা করে নিবে। কেননা, **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ লজ্জিত হওয়াই তাওবা।" (আল মুসতাদরাক, ৫ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৬৮৭) আর এটাই বাস্তব যে, অনেক সময় গুনাহের উপর লজ্জিত হওযাটা এমন কাজ করে ফেলে যেটা বড় থেকে বড় ইবাদতও করতে পারে না। তাওবাকারী গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে পবিত্র হয়ে যায়। যেমন- **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ- গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেন সে গুনাহই করেনি।" (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৫০)

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত অনেক বড়, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার তাওবা করে নেয় এবং নেকীর পথে সুদৃঢ় হয়ে যায়। তবে গুনাহ থেকে এমনি পূতঃপবিত্র হয়ে যায় যে সে যেন কোন গুনাহ করেনি। আর নেক আমলকারী সৌভাগ্যবানদের জন্য জান্নাতও অপেক্ষায় থাকে। যেমনিভাবে-

জান্নাতের আওয়াজ

মেরাজের রাতে **সাহিবে মেরাজ, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতিক্রম এমন একটি উপত্যকায় হলো, যেখানে ঠান্ডা পবিত্র ও সুবাসিত বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং তিনি একটি আওয়াজও শুনলেন। ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল! এই ঠান্ডা ও পবিত্র এবং সুবাসিত বাতাস কি? আর এই আওয়াজ কেমন? আরয করলেন: এটা জান্নাতের আওয়াজ। যে বলছে; হে আমার প্রতিপালক! আমার মধ্যে অবস্থানকারী লোকদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আর তাদের , যাদের ব্যাপারে তুমি আমার নিকট ওয়াদা করেছিলে। নিঃসন্দেহে আমার ভিতর সুবাসিত সুঘ্রাণ, রেশমের উন্নত পোশাক এবং অতুলনীয় বস্তু, মোতি, সবুজ পাথর, স্বর্ণ, রূপা আর উজ্জল বাসন, ফল, মধু, পবিত্র শরাব এবং দুধ খুবই বেশি। এজন্য তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও যাদের ব্যাপারে তুমি আমার নিকট ওয়াদা করেছিলে। **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ইরশাদ করলেন: প্রত্যেক মুসলমান মু'মিন নারী-পুরুষ এবং যারা আমার উপর ও আমার রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে, নেক আমল করে, এমনকি কাউকে আমার শরীক বা সমকক্ষ মনে না করে, তারা তোমার জন্য। আর যে আমাকে ভয় করে আমি তাকে নিরাপত্তা দিবো, যে আমার কাছ থেকে চায় আমি তাকে দান করবো, যে আমাকে কর্জ দিবে (ওয়াজীব সদকা ও নফল সদকা আদায় করে) আমি তাকে প্রতিদান দিবো, যে আমার উপর ভরসা করবে আমি তার জন্য যথেষ্ট হবো। আর আমি **আল্লাহ্**, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি ওয়াদা ভঙ্গ করিনা। নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নকারীরা সফলকাম হবে। (এর পর **আল্লাহ্ তাআলা** তার পবিত্র কলেমা সূরা মু'মিনের মধ্যে সফল মু'মিনদের গুনাবলী বর্ণনা করেন। তখন জান্নাত বললো: "আমি সন্তুষ্ট হলাম।"

(দালায়েলুন নবুয়ত, বাব আদ দলিল আলা আন্ নবী আরাজা বিহি, ২/৩৯৯)

www.dawateislami.net

বযমে ছানায়ে যুলফ মে মেরী আরুছে ফিকির কো,
ছারি বাহারে হাশত খুলদ ছোটাছা ইতর দান হে।
আরশ পে তাজাহ ছিড় ছাড় ফরশ মে তরফা ধূম ধাম,
কান জিধার লাগায়িয়ে তেরী হে দাস্তান হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! জান্নাত তার মধ্যে অবস্থিত কতইনা হৃদয়গ্রাহী উত্তম নেয়ামতের আলোচনা করলেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এটাও আরয করলেন: ঐসব নিয়ামত সমূহে উপভোগকারী সৌভাগ্যবানদের আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। এতে **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাতকে তার বাসিন্দা অর্থাৎ ঈমানদার নারী-পুরুষদের ব্যাপারে বলার পর সফল মু'মিনদের গুনাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করেন। আসুন! ঐ গুনাবণী শুনি; যেমন-

জান্নাতুল ফিরদৌসে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লোক

পারা ১৮, সূরা মু'মিন, আয়াত ১ থেকে ১১ এর মধ্যে জান্নাতের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ
فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿۲﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿۴﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰى
اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত নম্র হয় এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা এবং যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে এবং যারা লজ্জা স্থানগুলোকে সংযত রাখে। কিন্তু নিজেদের পত্নীগণ অথবা শরীয়াত সম্মত ঐ দাসীগণের নিকট যেগুলো তাদের হাতের মালিকানাধীন রয়েছে, যেহেতু এজন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْعٰدُوْنَ ﴿۷﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى
صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۹﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْوٰرِثُوْنَ ﴿۱۰﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱﴾

সুতরাং যারা এ দু'প্রকার ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারাই হয় সীমা লঙ্গনকারী এবং ঐসব লোক যারা তাদের আমানতগুলো ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং ঐসব লোক যারা নিজ নিজ নামায সমূহের প্রতি যত্নবান হয়। এসব লোকই উত্তরাধিকারী, তারা ফিরদৌসের উত্তরাধিকার পাবে। তারা তাতে চিরস্থায়ী থাকবে।

(পারা- ২৮, সূরা- নূর, আয়াত- ৩১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, বিনয়ী ভাবে নামায আদায় করা, হাঁসি তামাশা, অনর্থক কথাবার্তা, খেলাধূলা আর প্রত্যেক ধরণের অনর্থক কাজ থেকে বাঁচা, লজ্জাস্থানকে হিফাযত করা, **আল্লাহ্**র সীমা লঙ্গন থেকে বেঁচে থাকা, **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর বান্দার আমানতের রক্ষণাবেক্ষন করা এবং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, এ সব গুনাবলী জান্নাতুল ফিরদৌসের অধিকারী বানিয়ে থাকে। আমাদেরও এই সব গুনাবলী নিজের ভিতর তৈরী করার চেষ্টা করা উচিৎ, যাতে আমরাও জান্নাতুল ফিরদৌসের উত্তরাধিকারী হতে পারি। স্মরণ রাখবেন! ফিরদৌস সব থেকে সুউচ্চ জান্নাত। আর এটা চাওয়ার জন্য হাদীসে পাকের মধ্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জবল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে, দুই স্তরের মধ্যে এতটুকুই দূরত্ব রয়েছে যতটুকু আসমান ও জমিনের মধ্যখানে রয়েছে। ফিরদৌস সব থেকে উঁচু ও মধ্যভাগী জান্নাত, এর উপরে **আল্লাহ্ তাআলার** আরশ এবং এর থেকে জান্নাতের নদী বের হয়। যখন তোমরা **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে চাও তবে জান্নাতুল ফিরদৌস চাও।" (তিরমিযী, কিতাব সিফতুল জান্নাহ, বাব মা-জা ফি সিফাত দারাজাতিল জান্নাহ, ৪/২৩৮, হাদীস- ২৫৩৮) এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, যখন **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে জান্নাতের দোয়া করবে তখন জান্নাতুর ফিরদৌসের দোয়াই করবে।

যদি **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দয়া অনুগ্রহে এই দোয়া কবুল করে নেন, তবে এটা আখিরাতে পাওয়া সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে।

(সীরাতুল জিনান, পারা- ১৮, সূরা- মু'মিনুন, আয়াত- ১১, ৬/৫০৮)

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ফিরদৌসের উত্তরাধিকারী প্রাপ্তদের এবং তার মহা মর্যাদাময় নেয়ামত দ্বারা উপভোগকারীদের মধ্যে বানাও এবং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো সমস্ত উপকরণ থেকে আমাদের রক্ষা করো।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইয়া খোদা! মেরী মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফিরদৌস মারহামাত ফরমা।
মুস্তফা কা ওয়াসীলা তাওবা পর, তো ইনায়াত মুদাওয়ামাত ফরমা।
মউত ঈমান পে দে মদীনে মে, আউর মাহমুদ আকিবাত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতে প্রবেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রহমতে জান্নাতের মধ্যে তাঁর নেক বান্দাদেরকে জান্নাতের মধ্যে যে সর্বোচ্চ নিয়ামত দান করেছেন, মেরাজের রাতে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ঐসব নিয়ামত দেখিয়ে দিয়েছেন। **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মেরাজের রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করি, আমি দেখলাম সেটা মোতি দিয়ে সাজানো, মাটি ছিলো মেশকের।" (সহীহ বুখারী, কিতাব আহদিসুল আম্বীয়া, বাব যিকর ইদরীস عَلَیْہِ السَّلَام, ২/৪১৭, হাদীস- ৩৩৪২) "তার পর চারটি নদী দেখলাম, একটা পানির , যেটা পরিবর্তন হয় না। দ্বিতীয়টা দুধের, যেটার স্বাধ পরিবর্তন হয় না, তৃতীয়টা শরাবের, যেটা পানকারীর জন্য শুধু স্বাধ অনুভব হয় (নেশা একেবারেই নেই) আর চতুর্থটা পবিত্র ও পরিস্কার মধুর। জান্নাতের ডালিমের আকৃতি ঢুলের মতো, আর পাখি উঠের মতো। এতে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য এমন এমন নিয়ামত তৈরী করে রেখেছেন, যা কোন চোখ দেখেনি, না কোন কানে শুনেছে, না কোন মানুষ অন্তরে এর ধারণা করতে পারে।"

(দালায়িলুন নবুয়াহ, লিল বায়হাকী, যিমা আবওয়াবুল মাবয়াছ, বাবুদ দলীল। .... বিল ইফকিল আ-লা, ২/৩৯৪)

জান্নাতের অসাধারণ ফল!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাতের ঐসব নেয়ামত থেকে স্বাদ নেওয়ার একটি পদ্ধতি এটাও যে, আমরা অন্যান্য ফরয ওয়াজীব আদায়ের পাশাপাশি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস তৈরী করি। আমীরুল মু'মিনীন, মাওলায়ে কায়েনাত, আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাতে একটি গাছ সৃষ্টি করেছেন, যেটার ফল আপেলের চেয়েও বড়, ডালিম থেকে ছোট, মাখন থেকে নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুবাসিত। ঐ গাছের ডালপালা মোতির, অবয়ব স্বর্ণের এবং পাতা জবরজদের لَا يَاْكُلُ مِنْهَا اِلَّا مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ ঐ গাছের ফল একমাত্র সেই খেতে পারবে, যে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদ পাক পড়বে। (আল হাবী লিল ফাতাওয়া লিস সুয়ূতী, ২/৪৮) দরূদে পাক এমন এক প্রিয় ইবাদত, কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড গরমের সময়ে **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরূদে পাক অধিক পাঠকারী সৌভাগ্যবানকে হাওজে কাউসারে চিনে নিবেন।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "হাওযে কাউসারে কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি অধিক হারে দরূদ শরীফ পড়ার কারনে চিনে নিবো।"

(আল কউলুল বদী, আল বাবুস সানী, ফি সাওয়াবিস সলাহ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! যব পড়ে মাহশর মে শাওরে দারোগীর,
আমন দেনে ওয়ালে পিয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! যব যবনে বা-হার আয়ে পিয়াছ ছে,
সাহিবে কাউছার শাহে জুদো আতা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! সরদ মুহরী পর হো জব খোরশিদে হাশর,
সায়্যিদে বে ছায়াকে যিল্লে লিওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী! গরমী য়ে মাহশর ছে জব বটকে বদন,
দামনে মাহবুব কে ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ পড়ার অভ্যাস গড়া উচিৎ। মনে রাখবেন! দরূদে পাক যদিও সেটা বাহ্যিক ভাবে সংক্ষিপ্ত আমল যে, বান্দা খুব অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়তে পারে। কিন্তু ঐ **মহান রব তাআলার** শান দেখুন যে, তিনি তাঁর বান্দার উপর কি পরিমাণ দয়ালু যে, এই সংক্ষিপ্ত আমলের উপর সাওয়াবের ধনভান্ডার দান করেন। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; একদিন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই অবস্থায় তাশরীফ এনেছেন যে, খুশীর চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রতীয়মান ছিলো। ইরশাদ করলেন: "জিব্রাঈল আমার কাছে এসে আরয করলো; আপনার প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি কি এই কথার উপর সন্তুষ্ট নন যে, আপনার যে উম্মত আপনার উপর একবার দরূদ পড়বে আমি তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করবো এবং যদি সে আপনার উপর একবার সালাম প্রেরণ করে আমি তার উপর দশবার সালাম প্রেরণ করবো।"

(মিশকাত, কিতাবুস সালাত, বাব আস সালাতু আলান নবী ওয়া ফসলিহা, ১/১৮৯, হাদীস- ৯২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কি পরিমান সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদে পাক পড়ে নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলার** ১০টি রহমতের অধিকারী বানিয়ে নেন। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই আশা থাকে যে, আমার **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ রহমত অর্জন হয়ে যাক। যখন একবার দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর এই ফযীলত অর্জন হয় যে, তার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** শান্তি ও দশটি রহমত নাযিল হয়, তবে ঐ মু'মিন বান্দা সৌভাগ্য এবং তার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের বৃষ্টির অনুমান কে করবে, যে প্রতিদিন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।

বেকার গুপত গো ছে মেরী জান ছোট যায়ে, হার ওয়াক্ত কাশ! লব পে দরূদ ও সালাম হো।
ইউ মুঝ কো মউত আয়ে তুমহারে দিয়ার মে, চৌকাট পে ছর হো লব পে দরূদ ও সালাম হো।
হো জায়ে খতম কাশ! গুনাহোকি আদাতে, এ্যয়ছা করম এ সায়্যিদে খায়রুল আনাম হো।
আক্বা! গমে মদীনা মে রোনা নসীব হো, যিকিরে মদীনা লব পে মেরে সুবহ শাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জান্নাতের দরজায় লিখিত বাক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার রহমতের উপর কোরবান হোন যে, তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু রব। সংক্ষিপ্ত আমলের উপরও আপন বান্দাকে এমনি দান করেন যে, আমরা চিন্তাও করতে পারি না। মেরাজের রাতে **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতের মধ্যে তাঁর উম্মতদের জন্য **আল্লাহ্**র রহমতের যা কিছু দেখেছেন তার ব্যাপারে অধিক বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: "আমি জান্নাতের দরজায় এটা লিখা দেখেছিলাম যে, সদকার সাওয়াব দশগুন এবং কর্জের আটারোগুন। আমি জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: কারণ কি, কর্জের মর্যাদা সদকার চেয়ে বেড়ে গেলো? সে বললো: ভিক্ষুকের কাছে সম্পদ থাকে, তারপরও ভিক্ষা চায়। অথচ কর্জ গ্রহীতা অভাবের কারণে কর্জ গ্রহণ করে।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুস সাদাকাত, বাবুল করদ্ব, ৩/১৫৪, হাদীস- ২৪৩১)

কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে আমরাও শিক্ষা পায় যে, যদি কোন মুসলমানের কর্জের প্রয়োজন হয়, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি ও অন্যান্য ভালভাল নিয়্যতে সামর্থ্য অনুসারে নিজ ভাইকে কর্জ দেওয়া উচিত। আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম আমাদেরকে কল্যাণ ও একে অপরের প্রতি সহানুভূতীর বার্তা দিচ্ছে এবং এই কথার প্রতি পথ নির্দেশনা করছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন পেরেশানী ও মুসীবতের শিকার হয়, তবে অন্যের উপর ভদ্রতা স্বরূপ আবশ্যক যে, তার থেকে মুখ না ফিরিয়ে তাকে সাহায্য করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে অন্যের কল্যাণের চিন্তা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। ধন ও সম্পদের প্রতি এমনি ভালবাসা হয়ে গেছে যে, একে অপরকে সহযোগীতার উৎসাহ উদ্দীপনা নিঃশেষ হতে চলেছে। হায়! আমরা প্রকৃত অর্থে ইসলামী শিক্ষার উপর আমলকারী হয়ে যায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের পেরেশানী নিজের পেরেশানী মনে করে দূর করার চেষ্টা করি।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কোন মুসলমানের দুনিয়ার কষ্ট সমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার কিয়ামতের কষ্ট সমূহের একটি কষ্ট দূর করবেন। যে কোন অভাবীর দুনিয়ার মধ্যে সহজতা করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সহজতা করবেন। যে দুনিয়ার মধ্যে কোন মুসলমানের দোষ-ক্রুটি গোপন করে, **আল্লাহ্ তাআলাও** দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে তার দোষ-ক্রুটি গোপন করবেন। আর **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দাকে সাহায্যের মধ্যে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাব মা-জা ফিস সাতরা, ৩/৩৭৩, হাদীস- ১৯৩৭)

কর্জ গ্রহীতার উপর নম্রতার দ্বারা ক্ষমা হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের প্রতি কল্যাণ করা তার মুসীবত পেরেশানীতে সাহায্য করা এবং কর্জ গ্রহীতার থেকে কর্জ নিতে নম্রতা প্রদর্শণ করা বা অধিক সুযোগ দেওয়া খুবই ভাল গুণ। অনেক সময় এই ধরণের কাজে খুশি হয়ে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমার পরওয়ানা জারী করেন। যেমনভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনা তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক ব্যক্তি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। হ্যাঁ! অবশ্য সে লোকদেরকে কর্জ দিতো এবং তার চাকরকে বলতো যে, কর্জদার যদি স্বচ্ছল হয় তবে কর্জ নেবে আর যদি অভাবী হয় নিও না (বরং ক্ষমা করে দিবে বা অধিক সুযোগ দিবে) হায়! আমাদের **রব তাআলাও** যদি আমাদের ক্ষমা করতেন। অতঃপর যখন সে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে চলে গেলো, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি কখনো কোন নেক কাজ করেছো? সে বললো: না, হ্যাঁ! অবশ্য আমি লোকদেরকে কর্জ দিতাম। আর যখন আমার খাদিমকে কর্জ উঠানোর জন্য পাঠাতাম তখন তাকে বলতাম যে, সচ্চল হলে নিবে, কিন্তু অভাবী হলে নিওনা। বরং ক্ষমা করে দিও, হতে পারে এই কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: (যাও) আমিও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনদে আবু হুরায়রা, ৩/২৮৫, হাদীস- ৮৭৩৮)

www.dawateislami.net

গুনাহো ছে ভরপুর নামা হে মেরা,
মুঝে বখশ দে কর করম ইয়া ইলাহী!

(ওসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের উপর কোরবান হয়ে যান যে, বান্দা তার রহমতের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং এর সাথে সে ভাল ধারনাও প্রতিষ্ঠা করবে তবে সে কখনো **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ অর্থাৎ আমার ও বান্দা আমাকে যেমনটি ধারনা করে আমি তার সাথে তেমনটি।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪০৫) **আল্লাহ্ তাআলা** রহমতের উপর দৃষ্টি রাখতে এবং তার থেকে ক্ষমার আশা রাখার ব্যাপারে এক বলিষ্ট ঘটনা শুনি। এবং **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের উপর আন্দোলিত হই।

দয়ালুর কাছে দয়ার আশা!

বর্ণিত রয়েছে; এক বেদুঈন **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মাখলুকের হিসাব কে নেবে? ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা**। সে বললো: তিনি কি নিজেই নিবেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ!" তখন ঐ বেদুঈন হেঁসে দিলো। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাঁসির কারন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে বলল: اِنَّ الْكَرِيْمَ اِذَا قَدَرَ عَفَا وَاِذَا حَاسَبَ سَامَحَ অর্থাৎ- দয়ালু যখন কারো উপর সামর্থ্য বান হয় তখন মাফ করে দেন যখন হিসাব নেন তখন ক্ষমা করে দেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "বেদুঈন সত্য বলেছো, জেনে নাও! **আল্লাহ্ তাআলার** চেয়ে বড় দয়ালু আর কেউ নেই, তিনি সকল দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু।" (শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬২। ইহয়াউল উলুমুদ্দিন কিতাবুল, খওফ, ওয়ার রযা বয়ান দাওয়াউর রযা শেষ, ৪র্থ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

লাজ রাখলে গুনাহ গারো কি, নাম রহমান হে তেরা ইয়া রব!
আইব মেরে না খেলে মেহশর মে, নাম সাত্তার হে তেরা ইয়া রব!
বে সবব বখশ দে না পুছ আমল, নাম গফ্ফার হে তেরা ইয়া রব!

(যওকে নাত, ৫৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে এক কাজ মাদানী ইনআমাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা ও **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার মাধ্যমে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হতে চায়। যে নিয়ামত সমূহের পরিদর্শন আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে করেছেন। এর জন্য আমাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ও তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত হয়ে ফরজ ওয়াজীব যথা সময়ে আদায় করার পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাবের অভ্যাস গড়তে হবে। এর সর্বোত্তম সমাধান শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য ও নেককার বানানোর এক মাদানী ব্যবস্থা পত্র আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি মাদানী ইনআমাত কে ভালবাসি যদি আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টির জন্য সত্যিকার অন্তরে মাদানী ইনআমাত গ্রহন করে আমল শুরু করে দেয় তবে খুব শীঘ্রই اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকত দেখে নিবে মাদানী ইআমাতের উপর আমল যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে থেকে এক কাজ মাদানী ইনঅমাতের উপর আমল **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। এই জন্য শয়তান অনেক অলসতা দিবে। বিভিন্ন ধরনের উপর বাহানা বুঝাবে যদি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল প্রাথমিক ভাবে কঠিন অনুভব হয় এবং অন্তর না লাগে তবে সাহস হারাবেন না বরং অধিক চেষ্টা করুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অন্তর লেগে যাবে মদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে আমরা নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের মহান উৎসাহ উদ্দীপনা পাওয়া যায়। মাদানী ইনআমাতের বরকতে আমরা নিজে ফিকরে মদীনা করে আমাদের পূর্ববতী বুযুর্গদের স্মরন তাজা করি।

যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজেকে বেত্রাঘাত করে জিজ্ঞাসা করতেন। বলো আজ তুই কি আমল করেছিস? এমনি ভাবে অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অবস্থা অনুসারে নিজের আমলের হিসাব করতেন এবং সু উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্ব দিতেন। আমাদের ও মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করা উচিৎ এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ যিম্মাদরকে রিসালা জমা করানোর আমল বানিয়ে নেওয়া উচিৎ। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আর্শ্চয্য জনক মাদানী পরিবর্তন আসবে। আসুন মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহের জন্য এক মাদানী বাহার শুনি

কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেলো

উকাড়া (পাঞ্জাব পাকিস্তান) এক স্থায়ী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের সমূদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম মা বাবার নাফরমানি সহ এমন কুৎসীত গোনাহ জড়িত হওয়া আমার আমলে পরিনত হয়ে গিয়েছিল যেটা একজন লজ্জাশীল মুসলমানকে ও শোভা পায় না। কুদৃষ্টির উত্তম ও সহজ মাধ্যম অর্থাৎ ফিল্ম, ড্রামা, গান বাজনা দেখা ও শুনা খুব পছন্দ করতাম দিন রাত এইভাবে গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। আমার প্রতিপালকের দয়ার উপর দয়া হলো এবং আমার এই মন্দ পরিবেশ থেকে মুক্তি কিছুটা এইভাবে সৌভাগ্য হলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া অনুগ্রহে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী মহল সুন্নাতে ভরা মহল মিলে গেলো। এক আশিকে রাসূল যে যদিও শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ ছিলো না কিন্তু সে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মহান উদ্দেশ্যে; **"আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" এর উৎসাহ উদ্দীপনায় বিভোর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলে সম্পৃক্ত ছিলো তিনি একদিন ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে এক বড় কিতাব ফয়যানে সুন্নাত পড়তে দিলেন।

পড়ে খুব ভাল লাগলো এই রকম প্রভাবিত কিতাব প্রথমবারই পড়েছি তো এটা আমার জীবনের ধরনটাই পাল্টে দিলো এবং আমি অতীতের গুনাহের ক্ষমা ও নিজের সংশোধনের উৎসাহে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে বিশুদ্ধ মাখরিজের সাথে কোরআন পাক পড়া শুরু করে দিলাম এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল নিজের আমল করে নিলাম যার বরকতে চোখের কুফলে মদীনার দৌলত নসীব হলো বরং কুদৃষ্টির গুনাহ ভরা রোগ থেকে মুক্তি হয়ে গেলো আর আমি মা বাবার আনুগত্য করতে শুরু করলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উঁচু ও উত্তম মহল সমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **শবে মীরাজের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাত পরিদর্শনের মতো আলোচনা শুনছি বর্ণিত রয়েছে যে, মীরাজের রাতে জান্নাতের মধ্যে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু উঁচু ও উত্তম মহল পরিদর্শন করেন যে গুলির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার পর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরয করলেন: এই গুলি রাগ দমন কারী ও লোকদের কে, মার্জনাকারীদের জন্য। আর **আল্লাহ্ তাআলা** ইহসানকারীদের পছন্দ করেন।

(মসনদুল ফিরদৌউস, বাবুর রাই, ১/৪০৫, হাদীস- ৩০১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** রাগ দমন কারীদের কে জান্নাতের মধ্যে কেমন সুউচ্চ মহলের সু সংবাদ দিচ্ছেন। রাগ মানবীয় স্বভাবের মধ্যে অন্তভূক্ত এক অনিচ্ছাকৃত স্বভাব আর এটাই অধিকাংশ ঝগড়া, ফ্যাসাদ দুই ভাইয়ের মধ্যে পৃথক। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক একে অপরের মধ্যে ঘৃণা এবং হত্যা অরাজকতার কারন হয়। কেন না যখন কারো সামনে তার মেজাজের বিরোধী কোন কথা হয়ে যায় বা কখনো কোন এমন বিষয় উপস্থীত হয়ে যায় যেটা মেজাজ বিরুদ্ধ। তখন এমন পরিস্থিতে সাধারণত রাগ এসে যায়। কিন্তু আমাদেরকে এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যের মাধ্যমে কাজ করে রাগ দমন করা উচিৎ। রাগের সময় ক্ষমা প্রদর্শন ও রাগ দমন মুত্তাকী লোকদের গুন।

তাফসীরে নাঈমীর মধ্যে মুত্তকী লোকদের এই গুনাবলী বর্ননা করেছেন: তারা কঠোর রাগের সময় সীমার বাইরে এসে যায় না। বরং রাগকে দমন করেন। এবং সামর্থ্য থাকা সত্বেও রাগকে চলমান প্রয়োগ করে এবং নিজের অধিনস্থদের ত্রুটি বা অন্যানদের কষ্ট ব াঅপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন সামর্থ্য থাকা সত্বেও নিজের নফসের প্রতিশোধ নিতেন না **আল্লাহ্ তাআলা** এমন নেক কারদের যারা মাখলুকের জন্য ক্ষতিকারক নয় বরং উপকারী খুবই পছন্দ করেন। যে তাদের উপর ইহসানের পরিবর্তে ইহসান করতেন এবং তাদের পুরষ্কার দিলেন। এই লোকেরা তাদের পদ মর্যাদা অনুসারে নেকী করে নিয়েছে **আল্লাহ্ তাআলা** তার মর্যাদা অনুসারে পুরষ্কার দিবেন। (তাফসীরে নাঈমী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭)

স্মরণ রাখবেন! কারো ভূল হয়ে যাওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া এমনকি সর্বোত্তম অভ্যাস যদি আমরা এটাকে নিজের করে নিই তবে আমাদের সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তার নীড় হয়ে যাবে। এবং এই ভাবে ফিৎনা ফ্যাসাদের অপবিত্র অপরাধ সমূহ আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। আসুন!রাগ দমন করার ফযীলতের উপর তিন ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

(১) "যার রাগ আসল, তার পর সহ্যকারী হয়ে গেলো তবে সে **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসার অধিকারী হয়ে গেলো।" (আল কামিল ফি দুয়কায়ির রিজাল, মতরাফুল ইয়াসারি আবু মসয়ব, ৮ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১ম খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)

(২) "যে প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্বেও রাগ দমন করলো, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে লোকদের সমানে ডাকবেন যাতে জান্নাতের হুর সমূহ হতে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ যুহদ, বাবুল হুলম, ৪৬২ পৃষ্ঠা, নং ৪১৮৬)(জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১ম খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

(৩) "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী সেই যে রাগের সময় নিজের উপর প্রাধন্য পায় আর সব চেয়ে অধিক শক্তিশালী সেই যে সামর্থ্য থাকা সত্বেও ক্ষমা করে দেয়।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ৩য় খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৬৯৪)

হুসনে আখলাক আউর নরমী দো, দূর হো খেয়ে ইসতি ওয়্যল আক্বা।

(ওসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মোতি দিয়ে তৈরী গম্বুজের মতো তাবু

মেরাজের রাতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমতে ইলাহীর পরিদর্শনের মধ্যে থেকে এটাও ছিলো যে, জান্নাতের মধ্যে মোতি দিয়ে তৈরী গম্বজের মতো তাবু যার মাটি ছিল মেশকের। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: "لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيْل অর্থাৎ হে জিব্রাঈল এটা কার জন্য?" আরয করলেন: **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা **আপনার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের ইমাম ও মুয়াজ্জিনে জন্য। (আল মসনদ লিশ শসীম, মসনদ ইবাদাত বিন ছামেত, ৩/৩২১, হাদীস- ২৪২৮)

নূরে লুকায়িত ব্যক্তি

ঐ সুন্দর রাতে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতিক্রম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে হলো যে, আরশের নুরে লুকায়িত ছিলো **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: এ কে? সে কি কোন ফেরেস্তা? বলা হলো: না। বললেন: কোন নবী? বলা হলো: না, জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে এ কে? বলা হলো: এ হলো সেই ব্যক্তি দুনিয়া মধ্যে এর মুখ **আল্লাহ্ তাআলার** জিকিরে ব্যস্ত ছিলো তার অন্তর মসজীদে লাগানো থাকত এবং সে কখনো তার পিতামাতা কে খারাপ জানে নাই বা তাদের অসম্মানী হওয়ার কারন হয় নাই। (মওছুয়াতু ইমামা ইবনে আবিদ দুনিয়া কিতাবুল আউলিয়া, ২/৪১৫, হাদীস- ৯৫)

আসমানো পর গেয়ী আউর খুলদ কি ভি ছায়র কি,
শাহ কা ইয়ে মরতাব আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।

(ওসায়িলে বখশিশ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! এই বর্ণনা থেকে জানা গেলো, মসজীদ সমূহকে ভালবাসা, পিতা মাতার সম্মান জনক কাজ করা এবং আল্লাহর জিকির অধিক করা এই তিনোটাই এমনি কাজ যা **আল্লাহ্ তাআলার** খুবই প্রিয় আমাদের এই সমস্ত কাজ করতে চেষ্টা করা উচিৎ। বিশেষ করে **আল্লাহ্ তাআলার** জিকির করতে থাকা নিজের অভ্যাস এবং আখিরাতের সফলতা অর্জন করার কারন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বিন মারহুম আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

এক বাঁদী আমাকে হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া আদরিয়্যা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا এর ইবাদত ও রিয়াজতের ব্যাপারে বললেন: তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا সম্পূর্ণ রাত ইবাদত ও রিয়াজতের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন এবং নিজের মুখ **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকিরে ব্যস্ত রাখতেন। তিনি সম্পূর্ণ জীবন এই ভাবেই অতিবাহিত করতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا কে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا জান্নাতের উচুঁ মর্যাদায় তিনি সবুজ রেশমের সর্বোত্তম সুসজ্জিত পোষাক পরিহিত ছিলেন এবং সবুজ রেশমের উড়না উড়ছিলো **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ আমি কখানো এই ধরনের সুন্দর পোষাক দেখিনি যেমনটি তিনি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন তারপর আমি তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا কে জিজ্ঞাসা করলাম: হে রাবেয়া ! আপনার ঐ জুব্বার কি হলো? যেটাতে আমি আপনাকে কাফন দিয়েছিলাম? তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! ঐ পোশাকটি আমার থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তার জায়গার এই পোষাকটি আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং তার জায়গার এই পোশাকটি আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং তার জায়গার এই পোশাকটি আমাকে দেওয়া হয়েছে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ আর আমার জুব্বাটিকে ভাজ করে তার উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে ইল্যিয়্যিনের স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে। যাতে কিয়ামতের দিন এর পরিবর্তে আমাকে সাওয়াব দেওয়া হয় আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে আর কি কি নিয়োমত প্রধান করা হয়েছে? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا বলতে লাগলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তার নেক বান্দাদের জন্য যে নেয়ামত প্রধান করা হয়েছে? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا বলতে লাগলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তার নেক বান্দাদের জন্য যে নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন তা বর্ণনার বাইরে তুমি তো এখনো ঐ নেয়ামত সমূহের এক ঝলকিই দেখেছ এ ছাড়াও তিনি জানি না আরো কত কত নেয়ামত তার ওলিদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যেটার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا বললেন: বেশী পরিমানে আল্লাহর যিকির কারা সব সময় নিজের উপর আল্লাহর যিকিরকে আবশ্যক করে নাও যদি এরূপ করো তবে খুব দূরে নয় যে, তোমাকে এমন নেয়ামত প্রদান করা হবে যে তুমি সৌন্দর্যের যোগ্য হয়ে যাবে। (উয়ূনুল হিকায়াত, ১/১৬৮)

গদা ভি মুনতাজির হে খুলদ মে নেকো কি দাওয়াত কা,
খোদা দিন খাইর ছে লায়ে সখি কে ঘর যিয়াফত কা।

(হাদয়িকে বখশিশ, ৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বড় ধোকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** রহমত সীমাহীন অগনীত তার কাছে ক্ষমা ও মার্জনা আশা রাখা উচিৎ। কিন্তু এটাও স্মরন রাখবেন। ঈমানের ভিত্তিটা পুরো করা না হয়। ফরজ ও ওয়াজীবকে বাদ দেওয়া হয়। নিজের অন্তরকে খারাপ ধারনার মধ্যে মিশ্রিত রাখা হয়। দুনিয়াবী স্বাদের প্রত্যাশার ব্যস্ত থাকা যায়। এমন পরিস্থিতিতে **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত এর প্রতি দৃষ্টি রাখা ও মাগফিরাতের আশা করা নিঃসন্দেহে বোকামী ও নিরবুদ্ধিতা।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْاَحْمَقُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَ تَمَنّٰى عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ বোকা সে যে নিজের নফসের অনুসরন করে আর **আল্লাহ্ তাআলা** কাছ থেকে জান্নাতের আশা করে।" (ইহয়াউল উলুম, বাবুল খওফি ওয়ার রিজা, ৪/১৭৫) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমার বড় ধোকার মধ্যে এটাও রয়েছে যে ব্যক্তি ক্ষমার আশা রাখে নির্লজ্জহীন ভাবে গুনাহের মধ্যে ব্যস্ত থেকে এবং ইবাদত ছাড়া **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্যের আশা রাখে আর জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ক্ষতির জন্য অপেক্ষা করে। গুনাহের দায়িত্ব থাকা সত্বেও অনুসরন কারীদের ঘর অন্বেষন করে এমনকি আমল ছাড়া সাওয়াবের আশা করে এবং অতিরিক্ত থাকা সত্বেও **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছ থেকে আশা করে তারপর তিনি এই ছন্দটি পড়লেন যার অনুবাদ হলো এটাই যে, তুমি নাজাতের আশা রাখ কিন্তু রাস্তার উপর চলো না। নিঃসন্দেহে আশা রাখ কিন্তু রাস্তার উপর চলো না। নিরসন্দেহে নৌকা শুকনো জায়াগায় চলে না। (ইহয়াউল উলূম, বাবুর খওফিওয়ার রিজা, ৪/১৭৬)

কাম যিন্দা কে কিয়ে আউর হামে
শাওকে গুলজার হে কিয়া হোনা হে। (হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ভাল ধারণার মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষতি এটাই;

(১) মানুষ গুনাহের প্রতি দুঃসাহসী হয়ে যায়। প্রত্যেক গুনাহের পর শয়তানের পক্ষে থেকে এমনি ভাবে ধ্বংসকারী কথার অভ্যাস অতীতের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হওয়া থেকে বেপরোওয়া এবং আগামীর জন্য দুঃসাহসী বানিয়ে দেয়।

(২) নসীহত খারাপ লাগে এবং **আল্লাহ্**র পানাহ্ আযাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দেয়।

(৩) তার পর এই ধরনের ব্যক্তিদের তারা তাদের ধারনার ব্যাপারে লোকদের পক্ষ তিরষ্কারের ভয় করে এই কারনে এই ভয় থেকে দূরে থাকার জন্য নিজের নফসের পরামর্শের অনুসারী হয়ে অন্যের কাছেও দলীল থেকে বলা হয় যাতে এই দিগ থেকেও নিরাপত্তা অর্জন হয়ে যায়। এখন যদি সম্মুখস্থ ব্যক্তি যদি তার দলীল গ্রহন করে নেয় তো তাকে অনেক সফল কামী ঘোষনা করা হয়। কিন্তু তার এত অনভূতী নেই যে. এমনি ভাবে অন্যান মুসলমানকেও এই রাস্তার বিমুখ করতে শয়তানের জন্য কি পরিমান সহজ সরঞ্জাম এই জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের আশা রাখার পাশা পাশি নেকীর প্রতি অন্তর লাগানো এবং নিজেকে গুনাহ্ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান সময়ে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহল গোনাহ্ থেকে বাঁচতে নেকীর প্রতি অন্তর লাগাতে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখতে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র আজাবকে ভয় করার সর্বোত্তম মাধ্যম এই জন্য আমাদেরও সুযোগটা গনীমত জেনে এই মাদানী মহলে সব সময়ের জন্য সম্পৃক্ত থাকা উচিৎ।

www.dawateislami.net

“শূবায়ে তালিম” এর পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতের খিদমতের জন্য কম বেশী ১০২টি বিভাগের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে ঐ বিভাগ সমূহ থেকে একটি হলো; **“শূবায়ে তালীম”** যেহেতু ছাত্ররা দেশ ও সম্প্রদায়ের মূল্যবান সম্পদ এবং ভবিষৎতের মধ্যে সম্প্রদায়ের মূল চাবিকাঠি এরাই সামলাবে এই জন্য তাদেরকে শরীয়াত অনসারে প্রশিক্ষন দেওয়া যায় তবে পুরো সমাজ **আল্লাহ্** ভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফার দোলনা হবে এই জন্য সব সরকারী বেসরকারী স্কুল, কলেজ, ইউনির্ভাসিটি ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাতের অরাজনৈতিক সংগঠন শূবায়ে তালীম প্রতিষ্টা করা হয়েছে যেটার উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতীষ্টানে সম্পৃক্ত রোকনদের **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মন মানষিকতা দেওয়া।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝ পে জাহা মে,
এ্যয় দা’ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শবে মীরাজর রহমতে ইলাহীর জান্নাত পরিদর্শনের ব্যাপারে শুননাম যেটা থেকে আমাদের জানা হলো;

- জান্নাতে **আল্লাহ্ তাআলা** তিনটি নদী বানিয়েছেন যে গুলোর মধ্যে থেকে একটি হলো রহমত দ্বিতীয়টি নেয়ামত, তৃতীয়টি হলো পবিত্র শরাব, ঐ নদী সমূহ **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাত বাসীদের সিক্ত করবেন।

- গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবাকারীর উপর রহমতে ইলাহীর কেমন দয়া হলো রহমতে ইলাহীর নদীতে ডুব দেওয়াতে তাদের চেহেরার কালিমা দূর হয়ে গেলো তারপর যখন নেয়ামতে ইলাহীর মধ্যে ডুব দিল তখন তাদের রং আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো আর যখন শরাবে তুহুর পান করল তখন তাদের চেহারা একেবারে সাদা হয়ে গেলো স্মরন রাখবেন! তারা গুনাহের মন্দতা থেকে এই কারনে মুক্তি পেয়েছে যে তারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ্ **তাআলা**র দরবারে সত্যিকার তাওবা করেছিলো তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের তাওবাকে কবুল করে যাদের চেহেরা নুরানী করে ছিলেন।
- জান্নাতে ১০০টি দরজা রয়েছে ফিরদৌস সব থেকে উচুঁ, হাদীসে পাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের প্রার্থনা উৎসাহ এসেছে।
- জান্নাতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** তার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন নিয়ামত তৈরী করে রেখেছেন যা কেউ না চোখে দেখেছে না কেউ কানে শুনেছে, আর না কেউ এর ব্যাপারে অন্তরে ধারনাও করতে পারে।
- বয়ানের সময় আমরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের আলোচনা শুনলাম, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকেও ঐ সৌভাগ্যে বানদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন।
- **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "হাওজে কাউসারে কিছু লোক আসবে, যাদের কে আমি অধিক দরূদ পড়ার কারনে চিনে ফেলবে।" এই জন্য আমাদেরও অধিক দরূদ পড়া উচিৎ।
- জান্নাতের মধ্যে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মোতি দিয়ে বানানো গম্বুজের তাবু দেখেছেন যার মাটি মেশকের ছিলো যা উম্মতের মুস্তফার ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় ও মাধ্যমে সমস্ত আমল করার তাওফিক দান করুন যা আমাদেরকে জান্নাতে সব সময় অবস্থানকারী বাগানে পৌঁছানোর জন্য সহযোগী হবে এবং ঐ সব কাজ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন, যা আমাদেরকে জাহান্নামের অন্ধকার গর্তে নিয়ে যাওয়ার কারন হয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কথা বলার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্কা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর লিখিত রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলা প্রসঙ্গে কিছু মাদানী ফুল শুনি: ❀ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, ❀ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, ❀ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয়, ❀ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, ❀ কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, ❀ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, ❀ কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, **রহমতে আলম, শাহে বণী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি,

❀ বেশী কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, ❀ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তুমি দেখবে যে কোন বান্দাকে পার্থিব অনাসক্তি ও অল্প ভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো কেননা এসব লোককে হিকমত দান করা হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১০১) ❀ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৯) মিরআতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার ধারণের, (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী, (৩) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী, (৪) না উপকারী না ক্ষতিকর। একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় বিনষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) ❀ কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, ❀ খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পা করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পা করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

"সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পা করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পা করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net